দামুড়হুদায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

দামুড়হুদা কাঁঠাল তলায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস উপলক্ষে
র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে কাঁঠাল তলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্র দলের পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আজকের এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আজকের এই দিনে ১৯৭৫ সালে সিপাহি জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে কারাবন্দী জিয়াউর রহমান কে মুক্ত করা হয়েছিলো। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করতে হবে, নাহলে আমরা বিজয়ী হতে পারবোনা।

এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোহফাতুর রিংকু, প্রকাশনা সম্পাদক জুয়েল রানা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম আহাম্মদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ডালিম রেজা, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ওয়ায়েস আল আমিন, সহ কোষাধ্যক্ষ শাকিল আহম্মেদ শুভ, জেলা যুবদলের সদস্য অমিত হাসান রবিন, তানভীর সোহেল, জাহাঙ্গীর আলম সুইট, তানভীর আক্তার, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকলাস মুন রায়হান, দপ্তর সম্পাদক সোহেল রানা, বিজ্ঞান ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান সাজু, সহ ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক বাপ্পা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য রাজু আহাম্মেদ, রায়হানুল করিম

বাপ্পি, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য খায়রুল ইমতিয়াজ তুষ্ট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের সদস্য জসিম, বায়জিদ, বাবু, কাকন, ইয়াসিন আরাফাত, শাকিল হোসেন।

দামুড়হুদা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাইফুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, যুবদল নেতা মনি, তরিকুল ইসলাম রানা, মাসুদ রানা, সোহাগ হোসেন, তিতাস হোসেন, রুবেল।

উপজেলা যুবদলের সদস্য তরিকুল ইসলাম, সজল, যুবদল নেতা রকিবুল ইসলাম রকিব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য শাহনাজ বিদ্যুৎ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রুবেল জান্নাত, আলামিন, সোহাগ, মানিক, লিংকন, মামুন, সালমান, হাসান, রাকিব আলী, আশিক, শরিফুল ইসলাম, ইমন, মামুন, সহিদুল, মিঠুন, জামালসহ স্থানীয় নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল হক।

মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে শহরের কলেজ মোড়ে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না। যারা ষড়যন্ত্র করবে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য

নেতাকর্মীদের জানান।

সমাবেশের পরে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এসে শেষ হয়।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রুমানা আহমেদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি শাহেদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিন সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ শহরে বৃহস্পতিবার (৭নভেম্বর) দুপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্নাঢ্য র্যালি বের হয়। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া ও মহল্লা থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে নেতাকর্মীরা জড়ো হয়। দুপুর নাগাদ বিশাল মাঠটি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মহাসমাবেশে পরণিত হয়।

র্যালি বের হওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, জাহিদুজ্জামান মনা, এ্যাড, মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, আলমগীর হোসেন, সাজেদুর রহমান পাপপু, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান সমেন, মুশফিকুর রহমান মানিক ও মহিলাদল নেত্রী কামরুন্নাহার লিজি।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাড এম এ মজিদ বলেন, ৫ আগস্ট দেশের ছাত্র-জনতার তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময় দেশকে সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে এবং দেশের সামরিক বাহিনী ছাত্র-জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমনি এক সময় ৭ নভেম্বর পালন করতে যাচ্ছি যখন জাতি নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবিলায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকল মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমেছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জে. খালেদ মোশাররফ পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আমাদের দেশপ্রেমিক সিপাহী ও জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ নভেম্বর রাজপথে নেমে খালেদ মোশাররফের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করেছিল।

তিনি বলেন, জাতিকে আবার ফ্যাসিবাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নানামুখি চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জাতি আবার ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ফ্যাসিবাদীরা পুনরায় ফিরে আসলে জাতি এক মহাসঙ্কটে নিপতিত হবে। এ অবস্থায় জাতিকে রক্ষা করার জন্য ৭ই নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল-মত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাবেশ শেষে এক বর্নাঢ্য র্যালী ঝিনাইদহ শহর প্রদক্ষিন করে। র্যালিটি শহর ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এদিকে দিবসটি পালনে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলায় র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহন করা হয়।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর)

বিকালে গাংনী বাসস্ট্যান্ড শহীদ আবু সাঈদ চত্ত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে দলের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

পরে আয়োজিত গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

একটি প্রত্যয়ন, জামিন, আলোচনা—সমালোচনা

সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতারের একদিন পর জামিন লাভ করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এ কে এম শফিকুল

আলম। তিনি জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।

অ্যাড. এ কে এম শফিকুল আলমের পক্ষে দেওয়া জেলা আইনজীবী সমিতির একটি প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে আলোচনা—সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের মুখে মুখে থেকে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

বর্তমান জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন। তিনি একদিকে যেমন বিএনপির শীর্ষ নেতা, অপরদিকে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিও। বর্তমানে তিনি পড়েছেন দোটানায়, ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখ ‘ অবস্থায় পড়েছেন তিনি।

প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে ফেসবুকে কেন্দ্রীয় যুবদলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রিন্স আহমেদ ইমরান লিখেছেন, “জুলাই—আগস্ট বিপ্লবে শহীদদের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে করেছে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সফিকুল আলমের জামিনদার হলেন মেহেরপর মেহেরপুর সদর থানা বিএনপি সভাপতি মারুফ আহম্মেদ বিজন ভাই। শহীদের রক্তের সাথে বেইমানি করবেন না, তাহলে মানুষ ক্ষমা করবে না ।”

প্রিন্স আহমেদ ইমরানের স্ট্যাটাসে অ্যাড. এহান উদ্দিন মনা লিখেছেন, আসলে ভাই তোমাদের বিষয়টা জানার ভুল আছে। বিজন ভাই ঐখানে রাজনৈতিক ব্যাক্তি হিসাবে সাক্ষর করেন নাই উনি মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে ওনার জিম্মায় মেহেরপুর জেলা জজ সাহেব জামিন দিয়েছে। এখানে বিজন ভাই নয় সভাপতি হিসেবে যে দায়িত্বে থাকতো তাকেই এই দায়িত্বটা পালন করতে হতো আইনজীবী হিসাবে। সুতরাং আপনাদের ভাবনাটা সম্পূর্ণই ভুল।

প্রতি উত্তরে প্রিন্স আহমেদ ইমরান লিখেছেন, “এহান উদ্দিন মনা, আওয়ামী লীগের সাথে কিসের সৌজন্যতা। যারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন দেয় নাই তাদের সাথে কিসের সৌজন্যতা।”

নাজমুল হোসেন নামের একজন এহান উদ্দিনকে মেনশন করে লিখেছেন, “২০১৮ শফিকুল আলম সভাপতি ছিল তখন বিএনপির কয়টা আইনজীবীর জিম্মাদার হয়েছিল বলবেন কি? এমন কোন ডকুমেন্ট আছে।”

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়াও বিএনপির বেশ কিছু নেতাকর্মী

অ্যাড, শফিকুল আলমের মামলার নথি ও জেলা আইনজীবী সমিতির প্রত্যায়ন পত্রও পাঠিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে।

সকলকে একত্ববদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে-আব্দুর রশিদ

ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র জনতার চাপে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে ঠিকই।কিন্তু অলিতে গলিতে তার প্রেত-আত্মারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সব সময় তারা বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। তাই আমাদের সকলকে একত্ববদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে সকলকে একত্ববদ্ধ থেকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) বিকালে মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় এ সব কথা বলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের উপর আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। তবে বাগোয়ানবাসীকে বলে দিতে চাই, যে সকল আওয়ামী লীগের নেতারা পরিচয় দিয়ে গেছে আমি মন্ত্রীর খালাতো ভাই, খালাতো বোন, মন্ত্রীর কাছের লোক।

এসব বলে তারা আমাদের উপর যে অত্যাচার করেছে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসলে এ সকল লোকদের ক্ষমা করা হবে না।

উক্ত আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও (সাবেক মেম্বার) আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা মোখলেসুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সহ-সভাপতি শাহীনুর রহমান (শাহিন), উপজেলা কৃষকদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী, জেলা যুবদলের সদস্য আরিফ হোসেন ও তুষার।

এ সময় জুলাই- আগস্ট এ নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া করা হয়।

বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আওয়ামীলীগের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে- আমিরুল ইসলাম

আওয়ামীফ্যাসীবাদী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে লৌহ ইস্পাত কঠিন হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। আমরা দেখেছি বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কোন স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতির কথা বলতে পারতো না। বিগত ১০ বছর আগেও আমরা দেখেছি যে সকল আওয়ামী লীগের নেতারা ভাঙ্গা মোটরসাইকেল করে ঘুরে বেড়াতো তারা আজ হাজার কোটি টাকার মালিক। আমি সেই সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বলতে চাই আপনারা বিগত ১৬টি বছরে যে সকল অপকর্ম, দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, সেই সকল অপকর্ম, দুর্নীতির জন্য আপনাদের সকলকে শাস্তি পেতে হবে।বিগত বছরে আপনারা আমাদের যেভাবে অপমান করেছেন, অত্যাচার করেছেন, ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন, স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেননি, রাতে বাড়িতে শান্তি ভাবে ঘুমাতে দেননি। আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে আপনাদের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে।

আজ রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস দক্ষিন পাড়ায় ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান

অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

উক্ত দোয়া ও আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা শরিফ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

যুবনেতা আব্দুল হালিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শেখ সাদী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা তাতীদলের সাধারন সম্পাদক আশরাফুল আলম মন্টু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর প্রমুখ।

এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং জুলাই আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

দামুড়হুদা চিৎলায় বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদরে চিৎলায় ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যেগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধা ৭ টার দিকে চিৎলা সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্ড বিএন পির সভাপতি আব্দুল খালেক খাঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

এ সময় তিনি বলেন, সমাজ থেকে মাদক সেবনকারী ও মাদক ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে হবে। মাদক উচ্ছেদের ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমরা অনুরোধ করবো এদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখুন আমরা আপনাদের মাদক উচ্ছেদের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। সেই সাথে বিএনপি দলের ভেতর কোনো চাঁদাবাজি উচ্ছৃংখল কাউকে স্থান দেওয়া হবে না। বিএনপি একটি শান্তি প্রিয় ও জনগণের আস্থার দল।

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনসার আলি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান চুন্নু, তোতাম মিয়া, শামসুল আলম, টিটন, যুবদল নেতা লিটন, সজল,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুহিন, ছাত্রদল নেতা সজীব আহমেদ, মামুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন থানা বিএনপির সংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

মেহেরপুরের পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুরে পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে জুলাই-আগস্টে গণহত্যার বিচারের দাবিতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেলে বলিয়ারপুর স্কুল মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি নেতা মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, জুলাই-আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে আমরা স্বৈরাচারী হাসিনাকে উচ্ছেদ করেছি। আমি বলেছিলাম যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের জনগণ হবে সেই রাষ্ট্রের মালিক। মানুষের বৈষম্যহীন ভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, আমরা লাগাতার ১৮ বছর করেছি। জেল জুলুমসহ আমার নেতারা গুম খুনের শিকার হয়েছে। আমি বলতে চাই লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, ভারতের ষড়যন্ত্র চলছে, হাসিনার ষড়যন্ত্র চলছে সেই অপশক্তির দিকে নজর রাখবেন। যারা ১৮ বছর আমাদের ভোট দিতে দেয়নি আমাদের ভোটের অধিকার ছিনতাই করেছিল সেই নিপীড়কদের শক্তিকে অবশ্যই অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে। আমরা কারো ক্ষতি করতে চাই না, আমরা আহবান করতে চাই ৫ তারিখের পর যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছি, সেই বাংলাদেশে আপনারা নিজেদের সংশোধন করুন। ভালো হয়ে যান আল্লাহর কাছে তওবা করে নিন, মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন, তবেই আপনাদের ক্ষমা করা হবে। নচেৎ ক্ষমা করা হবে না।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আরজুল্লাহ রহমান বাবলু, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহাম্মেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান সহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী।

“তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে ফিরিয়ে আানার দাবি”

তারেক রহমানের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিচারপতির আসনে বসানো, খুনি হাসিনার বিচার দাবি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাংনীতে বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পিরতলা সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এই গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

গণ সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান হকা, প্রধান অতিথির সহধর্মিনী তাজমিরা খাতুন, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আমিরুল বারী মোতালেব।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাজীপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় বিএনপি নেতা কামাল হোসেন (বিএসসি), যুবদলের সাবেক সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশীদ, যুবদল

নেতা শাহিবুল ইসলাম, ঢাকা বাংলা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রাশেদ, মহিলা দল নেত্রী ও সাবেক মেম্বর সাবিনা ইয়াসমিন, ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম, রেজানুল হক ইমন, রিমন হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ওয়াসিম আকরাম, বিএনপি নেতা জামশেদ আলী, জহুরুল ইসলাম, মজনুর রহমান, আক্তারুজ্জামান মাস্টার, ইলিয়াস হোসেন মাস্টার, বকুল হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর শাহিন আলী, বিএনপি নেত্রী শুকিলা খাতুন, বকুল আহমেদ, ছাত্রনেতা রেজানুল হক রিমন, শামীম আহমেদ, অ্যাডভোকেট পাভেল, আনারুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, এদেশ থেকে স্বৈরাচার হাসিনা ও আওয়ামীলীগের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। অন্তবর্তিকালীন সরকারের কাছে এই আহবান জানান তিনি। স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার বিএনপির হাজার হাজার নেতাকমীর্র নামে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা দিয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপর জুলুম, অন্যায় অত্যাচার করেছে। অন্তবতীর্কালীন সরকারের প্রতি অনুরোধ তাদের কমপক্ষে ১০ বছর যাবত এদেশে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, ভারত খুনি হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এদেশের মানুষ খুনি হাসিনার সেই ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে।

তিনি বলেন, ডক্টর ইউনুসের নামে ষড়যন্ত্রমুলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেছে। অথচ, এখনো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমরা দাবি জানাচ্ছি অতিবিলম্বে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এছাড়া তারেক রহমানের নামের মিথ্যা মামলার রায়ে সাজা দিতে না চাওয়া সেই সৎ ও যোগ্য বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল। গাংনীর কোথাও কোন চাঁদাবাজি ও নাশকতা হবে না। গণ-সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে সমবেত কন্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার ও কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন

করা হয়। গণ-সমাবেশে এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।